বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭

কাবিখা মনিটরিং সার্কেল
বাপাউবো, ঢাকা।
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

০

হাওড় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭

১.০ ভূমিকা ঃ

'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' শিরোনামে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্প ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে হইতে নদী/খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্প নামে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হইতে অনুন্নয়ন রাজস্ব অর্থায়নে 'কাজের বিনিময়ে টাকা' নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকল্পটির অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বে সমাপ্তকৃত বিভিন্ন প্রকল্পের নদী/খাল পুনঃখনন, বাঁধের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হইয়াছে। প্রদত্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনপূর্বক "নদী/খাল পুনঃ খনন গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৫" নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় যাহা ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হইতে কার্যকর ছিল। পরবর্তী সময়ে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এ আক্রান্ত দেশের দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং বন্যা উপদ্রুত হাওর ও সারাদেশব্যাপী বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাঁধ মেরামত ও নদী/খাল পুনঃখননের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য দ্বারা কাজ বাস্তবায়নের জন্য ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা সংশোধন পূর্বক "পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৮" নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে, উক্ত কাবিটা/কাবিখা'র উভয় নীতিমালার সমন্বয়ে উহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আংশিক সংশোধনপূর্বক "কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচীর মাধ্যমে হাওর এলাকাসহ সারাদেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন পূর্বক ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হইতে কার্যকর করা হয়। ২০১৭ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ পাহাড়ী ঢল ও অতিমাত্রার বৃষ্টির কারণে মার্চ ২০১৭ মাসের শেষ সপ্তাহে ও এপ্রিল ২০১৭ মাসের প্রথম সপ্তাহে সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় সবকটি হাওর বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে হাওরের ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের নানা গুরুতর অভিযোগ উঠে। অভিযোগ তদন্তে সরকার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আরো একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে কাবিটা/কাবিখা নীতিমালা-২০১০ আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সে আলোকে বর্তমানে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হইল যাহা "হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭" নামে অভিহিত হইবে এবং তাহা ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হইতে কার্যকর করা হইবে।

২.০ কমিটিসমূহ ঃ

এই নীতিমালা অনুযায়ী কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকল্পে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ গঠিত হইবেঃ

২.১ জেলা কমিটি ঃ

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব
(৩)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(৮)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (হাওর এলাকার জন্য)	সদস্য
(১০)	স্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	স্থানীয় গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৩)	একজন নারী প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

২.২ উপজেলা কমিটি ঃ

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর একজন প্রতিনিধি (শাখা কর্মকর্তা)	সদস্য-সচিব
(৩)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য

(৪)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৬)	সংশ্লিষ্ট থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	সদস্য
(৮)	স্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৯)	স্থানীয় গনমাধ্যমের প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১০)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	একজন কৃষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	একজন মৎসজীবী প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৩)	একজন নারী প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

নোট ঃ

- এছাড়াও উভয় কমিটি প্রয়োজনে কো-অপ্ট করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
- প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাবিটা কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২.৩ **উপদেষ্টা কমিটি ঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

উপদেষ্টা কমিটি প্রয়োজনমতে জেলা ও উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

২.৪ কমিটিসমূহের কার্যপরিধি নীতিমালার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিধৃত হইয়াছে।

২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জেলা কমিটি মাসে কমপক্ষে একবার ও উপজেলা কমিটি দুইবার সভায় মিলিত হইবে। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যাইবে। জেলা ও উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভা আহবান করিবেন।

২.৬ কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

২.৭ উপজেলা কমিটি কাজের সার্বিক বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবে এবং জেলা কমিটি সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবে।

২.৮ উপজেলা কমিটি প্রতি ১৫ (পনের) দিন পর পর জেলা কমিটির নিকট কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করিবে। উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

২.৯ উক্ত কমিটিসমূহ ছাড়াও ৬.০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পিআইসি (Project Implementation Committee) গঠিত হইবে যাহার মাধ্যমে স্কীম বাস্তবায়ন করা হইবে।

৩.০ **স্কীম নির্বাচন ঃ**

স্কীম নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনিতে হইবে ঃ

৩.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের উদ্দেশ্য কার্যকারিতা অক্ষুন্ন রাখিতে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সৃষ্ট ভাঙ্গা অংশ (breach) বন্ধকরণ, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, নদী/খাল পুনঃ খনন এবং সেচ খালের ডাইক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২ হাওর এলাকায় পোল্ডার সমূহের ডুবন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে সৃষ্ট ভাঙ্গা অংশ বন্ধকরণ ও ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধের মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ কাজ।

৩.৩ ড্রেনেজ (Drainage Structures) মাধ্যমে যে সকল নদী/খালের পানি নিষ্কাশিত হয়, সেই সকল নদী/খাল পুনঃখনন ও সেচ খালের উন্নয়ন।

৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাহিরে অবস্থিত এলাকায় জলাবদ্ধতা, বন্যানিয়ন্ত্রণ/জলাভাবের কারণে কৃষি ও মৎস্যচাষে সৃষ্ট সমস্যাদি দূরীকরণার্থে উপকারভোগী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহিত আলোচনাক্রমে নদী/খাল পুনঃখনন, ক্লোজার ও বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে স্কীম প্রণয়ন।